17 February 2024
National & International News

হিমাচলের জিডিপি **7.1%** বৃদ্ধি পাবে	• গুরুতর প্রাকৃতিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, হিমাচল প্রদেশে **7.1%** জিডিপি বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। • **2023** সালের জুলাই মাসে বর্ষা ও ভারী বৃষ্টিপাতজনিত ক্ষতি সত্ত্বেও রাজ্যের অর্থনীতি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে। • **2023-24** অর্থবর্ষে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি আগের বছরের **6.9%** থেকে **7.1%**-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ দিক: • অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্থির মূল্যে রাজ্যের প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন **(GDP)** আগের বছরের তুলনায় চলতি আর্থিক বছরে ₹9,428 কোটির বেশি বৃদ্ধি পাবে। • এই সমীক্ষাটি হিমাচল প্রদেশের যথেষ্ট জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে যা জাতীয় জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার প্রায় **25%**। • অনুমান করা হয়েছে যে, রাজ্যের পাঁচটি বহুবর্ষজীবী নদী অববাহিকা থেকে প্রায় **24,000** মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। • বর্তমানে, মোট জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার **11,209** মেগাওয়াট ব্যবহার করা হয়েছে।
টর্পেডো, রিফুয়েলার এয়ারক্রাফ্ট এবং আরও অনেক কিছুর জন্য **DAC 84,560** কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে 	প্রসঙ্গ: • প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল বা **DAC** (ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল) টর্পেডো এবং রিফুয়েলার বিমানসহ 84,560 কোটি টাকার নতুন চুক্তি অনুমোদন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ দিক: • এই চুক্তির লক্ষ্য হল সাবমেরিনগুলির আক্রমণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, প্রাথমিক নিরীক্ষণ ক্ষমতা উন্নত করা এবং সামুদ্রিক সক্ষমতা জোরদার করা। • অনুমোদনের মধ্যে রয়েছে নৌবাহিনীর সাবমেরিনের জন্য ভারী ওজনের টর্পেডো, ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য ফ্লাইট রিফুয়েলার বিমান এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন, রাডার এবং সফ্টওয়্যার-অপারেটেড (চালিত) রেডিও। • এছাড়াও, প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পদ্ধতি **(DAP**-ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন প্রোসিডিওর**) 2020**-এর সংশোধনীগুলি অনুমোদিত করা হয়। এটি নির্ধারণ, খরচ গণনা, অর্থপ্রদানের সময়সূচী এবং সংগ্রহের পরিমাণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

উপসাগরীয় প্রবাহ (গাল্ফ স্ট্রিম)

প্রসঙ্গ:

- একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, উপসাগরীয় প্রবাহ **2025** সালের মধ্যেই ধসে পড়বে যা সম্ভবত একটি ছোটখাটো বরফ যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- উপসাগরীয় প্রবাহ হল একটি প্রধান সমুদ্র স্রোত। এটি মেক্সিকো উপসাগর থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত জলবায়ু, আবহাওয়া এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
- এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এরপর এটি আটলান্টিক মহাসাগরে এবং ইউরোপ বরাবর পূর্ব দিকে যায়।

প্রভাব:

- জলবায়ু এবং আবহাওয়ার উপর উপসাগরীয় প্রবাহের প্রভাব কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার, পর্যটন এবং পরিবহনের মতো শিল্পে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে।
- এটি সমুদ্র পথ এবং শিপিং লেনের উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ এবং বাণিজ্য প্রভাবিত হয়।
- উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি এবং সাভানার মতো বন্দরগুলি উপসাগরীয় স্রোতের মধ্যপন্থী প্রভাব থেকে উপকৃত হয়। এর ফলে এখানে সারা বছরই অপেক্ষাকৃত হালকা তাপমাত্রা থাকে।
- একইভাবে, নেদারল্যান্ডের রটারডাম বন্দর এবং জার্মানির হামবুর্গ বন্দর উপসাগরীয় প্রবাহ থেকে উপকৃত হয়। বরফ গঠনের কারণে কোনোরকম বাধা ছাড়াই সারা বছর ধরে শিপিংয়ের কাজ সহজতর হয়।
- এক্ষেত্রে, বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প বন্দরও এই স্রোত দ্বারা উপকৃত হয়। উপসাগরীয় প্রবাহের পরিবর্তন বিভিন্ন উপকূলীয় সম্প্রদায়, অর্থনীতি এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য এক সুদূরপ্রসারী পরিণতি নিয়ে আসতে পারে।

চাবাহার বন্দর

প্রসঙ্গ:

- ভারত মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে, ভারত ও অন্যান্য বৈশ্বিক অংশীদারদের সাথে সংযোগ ও বাণিজ্য বাড়াতে ইরানের চাবাহার বন্দর ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- বিশকেকে আফগানিস্তান সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের বা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের ষষ্ঠ আঞ্চলিক সংলাপের সময়, ভারতের উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বিক্রম মিসরি, আফগানিস্তানে একটি "অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক" সরকারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
- এটি তালিবান-নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের প্রতি একটি ঐকমত্য-ভিত্তিক পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন করে।
- ইরান, রাশিয়া, কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায়, বিক্রম মিসরি মধ্য এশিয়ার প্রতিবেশীদের ভারতের এবং অন্যান্য দেশের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য চাবাহার বন্দর এবং শহীদ

	বেহেশতি টার্মিনালের সুবিধামূলক ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন। চাবাহার বন্দর • দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের ওমান উপসাগরে অবস্থিত চাবাহার বন্দরটি ইরানের একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর, যা শহীদ কালান্তারি এবং শহীদ বেহেশতি নামে দুটি পৃথক বন্দর নিয়ে গঠিত। • এটি গোয়াদর নামক পাকিস্তানি বন্দর থেকে প্রায় **170** কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। • বন্দরটি কৌশলগতভাবে সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের মাকরান উপকূলে, হরমুজ প্রণালীর মুখে অবস্থিত। এটি ইরানকে ভারত মহাসাগরে সরাসরি প্রবেশাধিকার প্রদান করে। • আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং অন্যান্য মধ্য এশিয়ার দেশগুলির নৈকট্যের কারণে, এটিকে প্রায়ই এই স্থলবেষ্টিত দেশগুলির **"**গোল্ডেন গেট**"** হিসাবে উল্লেখ করা হয়। • সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী জাহেদান থেকেও চাবাহার **700** কিলোমিটার দূরে।

Copyright © by Adda247
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.